শ্রেণিকক্ষে ঢুকে শিক্ষিকাকে হেনস্তা ছাত্রলীগ নেতার

চট্টগ্রাম ব্যুরো
৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ১২:০০ এএম | আপডেট: ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
১১:৩৪ পিএম

advertisement

শিক্ষিকা পাঠদান করছিলেন। এর মধ্যে অনুমতি না নিয়ে ছাত্রলীগের বহিরাগত এক নেতা দলবল নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেন। কারণ জানতে চাইলে ওই শ্রেণি শিক্ষককে গালমন্দ ও হেনস্তা করেন ছাত্রলীগ নেতারা। গতকাল মঙ্গলবার ওমরগনি এমইএস কলেজে এই ঘটনা ঘটে।

advertisement

এ নিয়ে ছাত্রলীগ দুপক্ষে ভাগ হলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশ এলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সরে যায়। দিনশেষে ওই ছাত্রলীগ নেতারা কলেজ অধ্যক্ষের কক্ষে গিয়ে শিক্ষিকার পায়ে ধরে ক্ষমা চান। গত ১৩ বছর ধরে এমইএস কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক

advertisement 4

হিসেবে আছেন ববি বড়–য়া।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ববি বড়ুয়া বলেন, বেলা ১২টার দিকে একাদশ শ্রেণিতে নতুন ভর্তি হওয়া মানবিক বিভাগের এ-শাখার শ'খানেক শিক্ষার্থীকে পাঠ দিচ্ছিলেন। এ সময় ছাত্রলীগ নেতা রাকিব হায়দার আরও কয়েকজন নিয়ে ক্লাসে ঢুকে পড়েন। নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কথা বলা শুরু করলে আমি তাদের বাধা দিই। অনুমতি ছাড়া ক্লাসে প্রবেশের কারণ জানতে চাইলে রাকিব যে ভাষায় আমাকে আক্রমণ করেছে এবং যে ধরনের ঔদ্ধর্ত্যপূর্ণ কথা বলেছে, আমি সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। সে যেভাবে আমাকে হেনস্তা করেছে সেটা একজন শিক্ষক হিসেবে বলা আমার জন্য চরম অপমানের, লজ্জার। আমি হতভম্ব হয়ে যাই। দ্রুত ক্লাস থেকে বেরিয়ে অধ্যক্ষের কক্ষে গিয়ে অভিযোগ করি। ববি বড়–য়া বলেন, ঘটনার পর থেকে আমি মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত।

রাকিব হায়দার ডবলমুরিং থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। কলেজের অধ্যক্ষ আ ন ম সরওয়ার আলম জানিয়েছেন, কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী রাকিব হায়দার কয়েকজন তরুণকে নিয়ে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনি বলেন, সে যে ধরনের কর্মকা- করেছে, সেটা সব শিক্ষকের জন্য অপমানের, আমরা স্তম্ভিত।

জানা গেছে, ববি বড়ুয়ার সঙ্গে ঔদ্ধর্ত্যপূর্ণ আচরণের একপর্যায়ে রাকিব ও তার অনুসারীরা শ্রেণিকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। তাদের চিৎকার- চেঁচামেচি শোনে আশপাশের ছাত্রছাত্রীরা সেখানে জড়ো হন। শিক্ষিকাকে হেনস্তার বিষয়টি জানাজানি হলে শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়। ছাত্রলীগের দুপক্ষেও উত্তেজনা তৈরি হয়। একপক্ষ শিক্ষকদের পক্ষে এবং আরেকপক্ষ বিপক্ষে অবস্থান নেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

পরিস্থিতি বেকায়দায় দেখে বহিরাগত ছাত্রলীগ নেতা রাকিব হায়দার অধ্যক্ষের কক্ষে এসে শিক্ষিকা ববি বড়ুয়ার পায়ে ধরে ক্ষমা চান।

ববি বড়ুয়া বলেন, 'শত শত ছাত্রছাত্রীর সামনে অপমান করে অধ্যক্ষের রুমে গিয়ে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলে কী ক্ষমা করা যায়? আমি মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমি সব সময় ক্লাসে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, মানবিক আচরণের পাঠ দিই। আমার সঙ্গে এ ধরনের আচরণ আমি মানতে পারছি না কোনোভাবেই। পুলিশের কাছে অভিযোগ করবেন কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ছেলেগুলো তো আমার সন্তানের মতো। কাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করব? আমি পুরো ঘটনা শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল স্যারকে অবহিত করেছি।

খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সন্তোষ কুমার চাকমা বলেন, অধ্যক্ষ ছাত্রলীগের দুপক্ষে সমস্যা হচ্ছে বলে জানালে আমরা কলেজে যাই। সেখানে গিয়ে জানতে পারি একজন শিক্ষিকার সঙ্গে ছাত্রলীগের এক নেতা অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। আমরা ক্যাম্পাসে অবস্থান করলে বিবদমান নেতাকর্মীরা সরে যান। শিক্ষিকাকে হেনস্তা করার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ছাত্রলীগ নেতা রাকিব হায়দারের মোবাইলে একাধিকবার কল দিয়েও সাড়া পাওয়া যায়নি।